ইত্তেফাক

তারিখ ... 24/3/79 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৩ ...

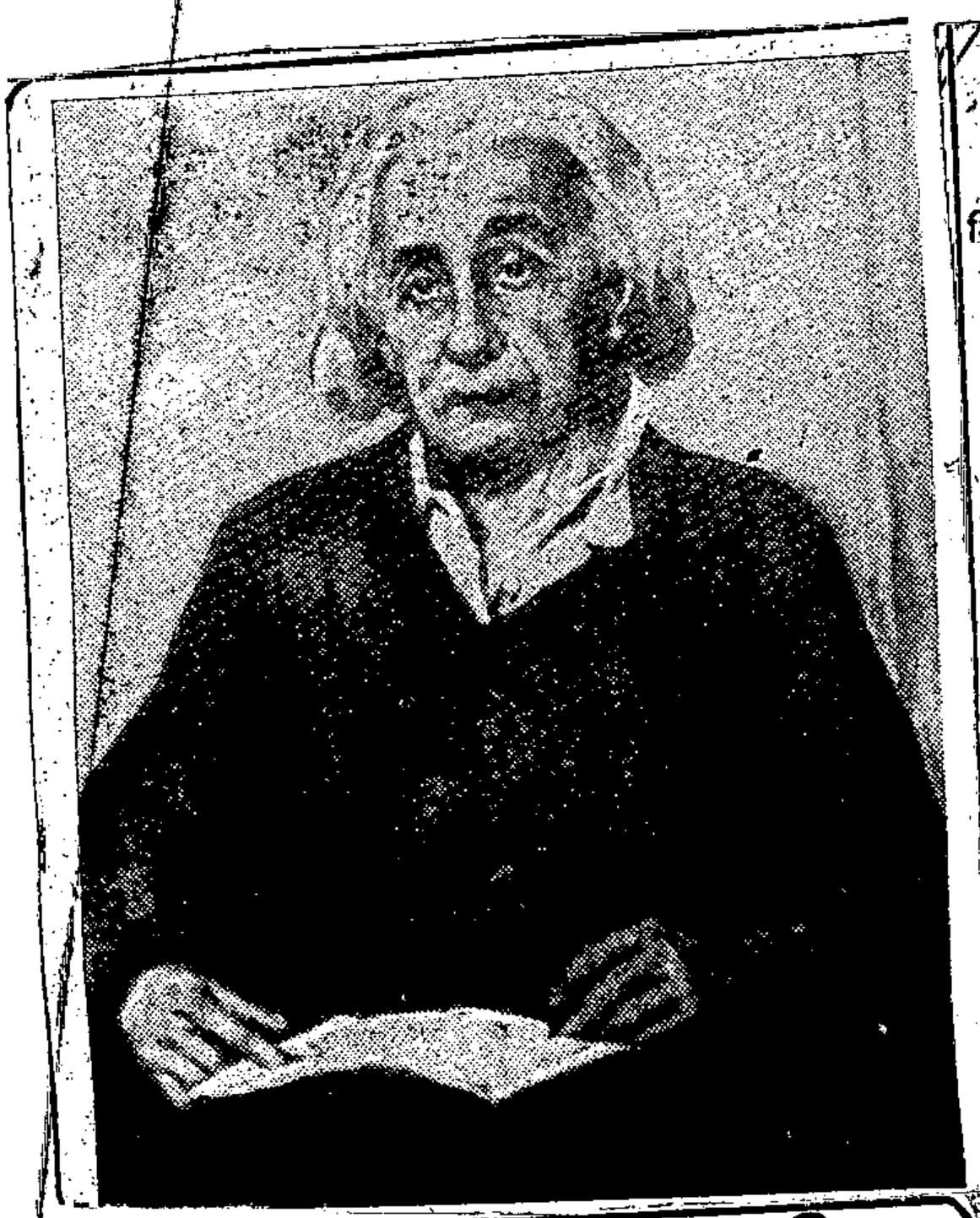

আধুনিক বিশ্বের রূপকার আইনষ্টাইন

ওয়াশিংটন—গত ১৪ই মার্চ যুক্তরাষ্ট্র এবং পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম এক বিপ্লবী সত্তার জন্ম শতবার্ষিকী পালন করা হইয়াছে।

বর্তমান পৃথিবীর রূপায়ণে এই মহাবিপ্লবীর অবদান অসামান্য। অথচ জীবনে তিনি আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তোলেন নাই, হিংসা এবং যুদ্ধের প্রতি তাঁহার ছিল প্রবল বিতৃষ্ণা। তিনি একান্তে সংগীত শুনিতেন, সাইকেলে চড়িয়া ঘুরিতেন, ভালবাসিতেন পর্বতে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতে, পালতোলা নৌকা চালাইতে। মানুষটির আর একটি নেশা ছিল শিশুদের অংকের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করার, তবে ইহাতে প্রায়ই তাহার উত্তর

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

আইনষ্টাইন

(৩য় পৃঃ পর)

ভুল হইত। এই নিরহংকার, নিষ্ঠাবান মানুষটি তাঁহার অসামান্য বুদ্ধির ফলে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে এক বিপ্লব আনিয়াছিলেন। তাহারই ফলশ্রুতি হইল পারমাণবিক যুগের অভ্যুদয়।

এই মানুষটি হইলেন অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন। আইনষ্টাইন ১৯৪০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হন—গত ১৪ই মার্চ আনষ্টাইন জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের সূচনা হইয়াছে। নিউজার্সির প্রিন্সটন ইনষ্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড ষ্টাডিজে আইনষ্টাইন দীর্ঘকাল কাজ করিয়াছেন। সেখানে বহু বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী সপ্তাহব্যাপী এক অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আইনষ্টাইনের অবদান বিষয়ে আলোচনা করেন। অপরদিকে আমেরিকান ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্স রচিত একটি প্রদর্শনী এই শতবার্ষিকী উৎসবের সময় সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শিত হয়।

ওয়াশিংটনে স্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউশন বর্ষব্যাপী এক প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের ডাক বিভাগ একটি স্মারক ডাকটিকিট চালু করিয়াছে এই উপলক্ষে। এপ্রিল মাসে ওয়াশিংটনে রবার্ট বার্কস নির্মিত আইনষ্টাইনের বার ফুট উঁচু একটি প্রস্তর মূর্তির আবরণ উন্মোচিত হইবে। আর বছরের শেষের দিকে আইনষ্টাইনের জীবনী ও কাজকর্ম সম্পর্কে একটি ফিল্ম সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে টেলিভিশনে প্রদর্শিত হইবে।

আইনষ্টাইনের উচ্চ বুদ্ধিমত্তার ফসল বুদ্ধিজীবী মহলকে হতবাক করিয়া দিয়াছে বহু সময়। অনেকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন, পৃথিবীর তিনজন মাত্র লোক তাঁহার আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব বুঝিতে পারে। অথচ আইনষ্টাইন স্বয়ং একবার অত্যন্ত সহজ ভাষায় ১০০ পৃষ্ঠার মধ্যে এই তত্ত্বগুলির এমন সরল ব্যাখ্যা করিয়াছিলে যে, তাহা গণিতশাস্ত্রে মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের জ্ঞানসম্পন্ন ছা পক্ষেও বোধগম্য হইয়াছি

—আই